দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 10 SEP 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

প্রসঙ্গ ভর্তি পরীক্ষা বাতিল

কোচিং সেন্টারগুলোর ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ৫ কোটি টাকার ফি নিয়ে টানাপোড়েন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম বাতিল করার সিদ্ধান্ত কোচিং সেন্টারগুলোকে বস্তুত পথে বসিয়ে দিয়েছে। বুয়েট, মেডিক্যাল কলেজ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য বিশ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী এসব কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছিল। ভর্তির নতুন নিয়মের পর ছাত্রছাত্রীরা এখন কোচিং সেন্টারগুলোর কাছে তাদের টাকা ফেরত চাইছে।

এসব ছাত্রছাত্রী কোচিং সেন্টারগুলোয় ফী হিসাবে কমপক্ষে পাঁচ কোটি টাকা জমা দেয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

উল্লেখ্য, গত ৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক উচ্চ পর্যায়ের সভায় এ বছর উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কোন

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

কোচিং সেন্টার (প্রথম পাতার পর)

ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর পরিবর্তে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর আগে কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতেও একই নিয়মে ছাত্র ভর্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ভর্তির এই নতুন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষক।

তবে এই সিদ্ধান্তের ফলে দারুণ মার খেয়েছে কোচিং সেন্টারগুলো। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এসব কোচিং সেন্টার কোচিংয়ের বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। রাজধানীতে এ ধরনের কোচিং সেন্টারের সংখ্যা এখন ৪০টি। এর মধ্যে বড় বড় কোচিং সেন্টারের নগরীর বিভিন্ন এলাকা এবং জেলা শহরগুলোতে অনেক শাখা রয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থেকেই কোচিং সেন্টারগুলো জাতীয় দৈনিকসমূহে পূর্ণপৃষ্ঠা আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করে। তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণের জন্য চিত্তাকর্ষক বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরে এসব বিজ্ঞাপনে।

জানা গেছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোচিং সেন্টারগুলোর ব্যবসার এত বিস্তৃতি ঘটে যে, মফস্বল শহরের ছাত্রছাত্রীরাও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়া সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীতে চলে আসে কোচিং এর জন্য। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আসা এক ছাত্র জানান, তাদের কলেজে প্রায় তিন শ' ছাত্রছাত্রী ঢাকায় এসে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছে।

অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে উঠেছে। অনেকে ৮/১০ বন্ধু মিলে বাসা ভাড়া করে থাকছে।

কোচিংয়ের জন্য কোচিং সেন্টারগুলো ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ফী নিয়ে থাকে। বুয়েট ভর্তি কোচিং-এর জন্য নেয়া হয় তিন হাজার টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল ভর্তি কোর্চি-এ নেয়া হয় আড়াই হতে তিন হাজার টাকা। সিদ্ধেশ্বরী এলাকার একটি নামকরা কোচিং সেন্টার এ বছর এ পর্যন্ত ৪ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি করেছে। গড়ে মাথাপিছু তিন হাজার টাকা করে ফী দিতে হয়েছে এই কোচিং সেন্টারে। এটার মোট পরিমাণ এককোটি টাকার বেশি।

বাংলাদেশ কোচিং এসোসিয়েশনের সভাপতি ইউনিভার্সিটি কোচিং সেন্টারের পরিচালক এম হালিম টিটো জানান, তাঁদের সদস্য ৪০টি কোচিং সেন্টারে এ পর্যন্ত প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। ভর্তির নতুন নিয়ম ঘোষিত হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা কোচিং সেন্টারগুলোর কাছে তাঁদের ভর্তি ফী ফেরত দেয়ার দাবি জানাচ্ছে। অধিকাংশ কোচিং সেন্টারে মাত্র এক সপ্তাহ আগে ক্লাস শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশ কোচিং এসোসিয়েশনের সভাপতি এম হালিম টিটো বলেন, ভর্তির নতুন নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানবে কি-না তা এখনও স্পষ্ট নয়। যদি শেষ পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হয় তবে তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের কোচিং ফী ফেরত দেবেন বলে তিনি জানান।